লিপি | পোর্ট ব্লেয়ার, শনিবার, ১ জুলাই, ২০১৭
Port Blair • Saturday • July 1,, 2017
Arthik Lipi, Page 4

শনিবার, ১৬ আষাঢ়, ১৪২৪
বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ৩৩৫

সফল হোক অমরনাথ যাত্রা, জঙ্গি হামলা সম্পর্কে সতর্কতা জরুরি

চলতি সপ্তাহে শুরু হল অমরনাথ যাত্রা ভারতবর্ষে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের স্বপ্ন থাকে জীবনে একবর অমরনাথ ধামে গিয়ে বরফাবৃত শিবলিঙ্গ দর্শন ও পুজো দেওয়া প্রতিবারই সরকারের অনুমতি নিয়ে বহু তীর্থযাত্রী অমরনাথ যাত্রা করেন। এবারও তাই। কিন্তু এই বছর সেই অমরনাথ যাত্রা ভেস্তে দেওয়ার ছক কষছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। এরা গোলমাল পাকাতে তৎপর। এদের পিছনে রয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। সেই কারণে যাত্রা সফল করার জন্য নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে ভারতকে।

অমরানাথে আগামী ৪০দিন ধরে পহেলগাঁম ও বালতালের বেস ক্যাম্প থেকে শুরু এই যাত্রায় শামিল হয়েছেন দু'লক্ষেরও বেশি মানুষ। এখন ৬ সপ্তাহে ধরে চলবে এই যাত্রা। একইভাবে হবে ফিরতি যাত্রাও। অমরনাথের দুর্গম ও বরফা চ্ছাদিত পথে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। তাই ভারত সরকার গোটা যাত্রা পথে পুলিশ ও আধা সেনা মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার জওয়ান মোতায়েন করেছে। রাস্তায় পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে থাকছে সিসিটিভি, জ্যামার, ডগ স্কোয়াড। রাস্তার দু'ধারে তৈরি হয়েছে বুলেট প্রুফ বাঙ্কার। এছাড়া যাত্রাপথে যাত্রীদের ওপর নজরদাবি চালাবে হেলিকপ্টার, ড্রোন। নজরদারি চলবে উপগ্রহের মাধ্যমে।

অবশ্যই নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও হামলার আশঙ্কা যাচ্ছে না। কারণ পাক জঙ্গিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারে। সুতরাং বাড়তি সতর্কতা দরকার। অমরনাথ গুহা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪ হাজার ফুট উঁচুতে। বর্ষা হলে ধস নামায় ঘটনাও ঘটে। সব মিলিয়ে নানা আশঙ্কা সত্ত্বেও অমরনাথ যাত্রা সফল হোক। যাত্রীরা অমরনাথকে দর্শন করে খুশি হয়ে নিরাপদে ফিরে আসুন, এই প্রার্থনা দেশবাসীরা।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

[ভাব মহাভাবের গূঢ় তত্ত্ব—গঙ্গার জোয়ার-ভাটা দর্শন]

''ভক্তদের বলিতেছেন —''জোয়ার ভাটা কি আশ্চর্য!''

''কিন্তু একটি দ্যাখো,—সমুদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার ভাটা খেলে। সমুদ্র থেকে অনেক দূর হলে একটানা হয়ে যায়। এর মানে কি?—ঐ ভাবটা আরোপ কর। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব, এইসব হয়; আবার দুঃএক জনের (ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব, এইসব হয়; আবার দু-এর জনের (ঈশ্বরকোটির) মহাভাব, প্রেম—এ সব হয়।''

(মাষ্টারের প্রতি)----''আচ্ছা, জোয়ার ভাটা কেন হয়?''

মাষ্টার—ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে যে, সূর্য ও চন্দ্রে আকর্ষণে ঐরূপ হয়।

এই বলিয়া মাষ্টার মাটিতে অঙ্ক পারিয়া পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের গতি দেখাইতেছেন। ঠাকুর একটু দেখিয়াই বলিতেছেন।—''থাক ওতে আমার মাথা ঝনঝন করে!'' কথা কহিতে কহিতে বান ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছাস—শব্দ হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর তীরভূমি আঘাত করিতে উত্তর দিকে বাণ চলিয়া গেল।

ঠাকুর একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দূরের নৌকা দেখিয়া বালকের বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—দ্যাখো, দ্যাখো ঐ নৌকাখানি বা কি হয়!

ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে, মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়া পড়িয়াছেন। একটি ছাতা সঙ্গে, সেইটি পঞ্চবটীর চাতলে রাখিয়া দিলেন। নারায়ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত দেখেন, তাই বড় ভালবাসেন। নারাণ ইস্কুলে পড়ে, এবার তাহারই কথা কহিতেছেন।

(ক্রমশ)

দিনপঞ্জিকা

১৬ আষাঢ়, ভাঃ ১০ আষাঢ়, **১ জুলাই,** ১৬ আহার, সংবৎ ৮ আষাঢ় বুসি, ৬ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৯, সূর্য্যাস্ত ৬।২৪। **শনিবার,** অষ্টমী রাত্রে ঘ ১০।৯ মিঃ। হস্তনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৩৪ মিঃ। বরীয়ানযোগ দিবা ঘ ৯।৫৩ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ১০।৫ গতে ববরকণ, রাত্রি ঘ ১০।৯ গতে বালবকরণ।

জন্মে—কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ঘ ১।৩৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা।

মৃতে—একপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৩৯ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৪।৫৯ মধ্যে **কালরাত্রি** ঘ ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৪।৫৯ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই, রাত্রি ঘ ১০।৯ গতে যাত্রা শুভ। পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১।৩৩ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ রাত্রি ৩।৩৯। গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**---*বিবাহ----রাত্রি ঘ ১।৫৬ গতে ৩।৩৯ মধ্যবৃষলগ্নে সুতহিবুকযোগে। যজুবিবাহ।* **বিবিধ**----অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ১০।৯। মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও মাসদগ্ধ। শ্রীশ্রীবিপত্তারিণী ব্রত।

ভারতরত্ন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবস। এবং চিকিৎসক দিবস

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ আষাঢ়, ভাঃ ১০ আষাঢ়, **১ জুলাই,** ১৬আহার, ৬শওয়াল। উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২৪ শনিবার, অষ্টমী রাঃ ঘঃ ১০।৯।

মাদককে 'না' বলুন।

যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়

লিপি

মাদক বিরোধী আন্দোলন

কৃষক আত্মহত্যা, সরকারি পিঁয়াজ সংগ্রহ অভিযানে বিশৃঙ্খলতায় বিপাকে চৌহান

বিপুল সমস্যার সমানে সরকারি পরিকাঠামো দিশাহীন, বিভ্রান্ত

এস হারদেনিয়া

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান *ফাইল চিত্র।*

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দম ফেলার সময় নেই। বিপুল পেঁয়াজের ফলন সামলাতে সরকারি কেন্দ্র মারফত তা সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি আরও নাজেহাল। পাশাপাশি রাজ্যে বেড়ে চলা কৃষক আত্মহত্যা পরিস্থিতিকে গুরুতর জায়গায় নিয়ে গিয়েছে।

জুন মাসে ৩০ জনেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। ১০জুন তারিখের পর বেশি। যেদিন কৃষক বিক্ষোভ স্থগিত হয়। রাজ্যে কৃষিকাজ লাভজনক হয়েছে বলে সরকারের দাবি এর ফলে ধুয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি গুরুতর চেহারা নেওয়া রাজ্য মানবাধিকার কমিশন কৃষক আত্মহত্যার কারণ রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে। বিগত ২২ দিনে এমন মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যকে চারটি নোটিশ দেওয়অ হয়েছে। কিন্তু, কোনওটির জবাব এখনও পর্যন্ত আসেনি।

মন্দসৌর জেলায় পুলিশের গুলিতে পাঁচ কৃষকের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতেও কমিশন রাজ্যকে নোটিশ পাঠিয়েছে। ২৩ জুনের মধ্যে রাজ্যের জবাব চেয়েছিল রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজিপি, জেলা কালেকটর এবং ওই জেলার পুলিশ সুপারের কাছ থেকে। যথারীতি কোনও জবাব এখনও পর্যন্ত কমিশন পায়নি। ফলে কমিশন আবারও জবাবদিহি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। হোসাঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর এবং সাগর জেলাতে হওয়া কৃষক আত্মহত্যার জেরেও কমিশন রাজ্যের জবাব চেয়েছে। অভিযোগে, সুদখোর মহাজনদের খপ্পরে পড়ে যাওয়া, ক্ষতিপূরণ না পাওয়া কৃষকেরাই আত্মহত্যা করেছেন। হোসাঙ্গাবাদের কালেকটর ও পুলিশ সুপারের থেকে কমিশন জানতে চেয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসন কী পদক্ষেপ করছে? পাশাপাশি কমিশন তদন্ত করে দেখছে, সংশ্লিষ্ট কৃষকের মৃত্যুর পর না আগে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। কতগুলি ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ এখনও দেওয়া হয়নি, তা ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লজ্জাজনক বিষয় হল, এইসব আত্মহত্যার পর রাজ্যের শাসক দলের কোনও নেতা বা মন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমনকী সংশ্লিষ্ট অফিসারেরাও নন। উল্টোদিকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিঋণ আত্মহত্যার কারণ নয়। এই সমস্যার বিপরীতে পেঁয়াজ কিনে তা মজুত করতে গিয়েও বিপুল বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার। প্রতি কিলোগ্রাম ৮ টাকা দরে পেঁয়াজ কিনে তার ক্রেতা মিলছে না। কেবল বিশেষ ট্রেনে পেঁয়াজ এক জায়গা থেকে যাচ্ছে আরেক জায়গায়। সরকারি অফিসাররা কাতর অনুরোধ পাঠাচ্ছেন, আর পেঁয়াজ না পাঠানোর জন্য। ভূপাল থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরত্বে বেতুলে ১২ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ গিয়েছে। কিন্তু, কোথায় তা রাখা হবে, ভেবে আকুল স্থানীয় প্রশাসন। এই অবস্থায় আরেকট ট্রেন বেতুল যাওয়ার জন্য ইটারসিতে অপেক্ষামান। হরপালপুল স্টেশন টনটন পিঁয়াজে প্ল্যাটফর্মে ফেলা হয়েছে। তিনদিন আগে যা এসেছে। দুই হাজার মেট্রিক টনের উপর পেঁয়াজ সেখানে নামানো হয়েছে।

যা পচছে। ট্রেনযাত্রীরা স্টেশন থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন, এমন অবস্থা সেখানে।

গণবণ্টন দফতরে কর্তারা মেনে নিচ্ছেন, কৃষকের থেকে কেনা পেঁয়াজের পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে কোনও পরিকল্পনাই হয়নি। ফলে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েতে হয়েছে।

ভূপালের বিভিন্ন জায়গায় কেনা পিঁয়াজ পচছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, আগেই পেঁয়াজ কেনার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, বর্ষা আগমনের ঠিক আগে সেই পদক্ষেপ করা হল। অথচ, তা রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই। সুযোগ বুঝে কৃষকবান্ধব হয়ে অনেকেই বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা করছে। সেইসূত্রে কৃষক কল্যাণের পরিবর্তে ইউনিয়নগুলি প্রতিযোগিতায় নেমে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে দিতে পারে।

এদিকে এমন এক অবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্য ডঃ নরোত্তম মিশ্র'র নির্বাচন বাতিল হয়ে যাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী আরও বিপাকে। ২০০৮ সালের ভোটে মিশ্র পয়সা দিয়ে নিজের পক্ষে খবর করিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। তিনি চৌহান ঘনিষ্ঠ। ২০১৩ থেকে মন্ত্রিসভার মুখপাত্র। তাঁকে নিয়ে দুই মন্ত্রিসভার সদস্য বিপাকে পড়লেন। অন্যজন লক্ষ্মীকান্ত শর্মা। তিনিও চৌহান ঘনিষ্ঠ। যাঁর হাতে প্রভূত ক্ষমতা ছিল। ব্যাপক কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে তিনি প্রায় এক বছর হল কারাবাসে কাটিয়েছেন। মিশ্র'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী রাজেন্দ্র ভারতী। নির্বাচন কমিশন মিশ্র'র নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করতেই বিরোধীরা সমস্বরে মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছেন। সেইসঙ্গে বিধানসভা থেকেও। এদিকে মিশ্র হাইকোর্টে কমিশনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করেছেন। কারণ, কমিশন শুধু তাঁর নির্বাচন অবৈধ বলেই থামেনি। জানিয়েছে, আগামী তিন বছর তিনি ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না। অথচ, আগামী বছরেই রাজ্যে হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ও ডাক্তারদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা বেশ বড় চ্যালেঞ্জ

নান্টু বন্দ্যোপাধ্যায়

চালু ব্যবস্থা বদলে, চড়া দামের নামিদামি ওষুধের পরিবর্তে তাদের জেনেরিক নাম লেখার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা কায়েম এবং ওষুধ বিক্রেতাদের সেইমতো আইন মনতে বাধ্য করতে চাওয়াটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মহান উদ্যোগ। যদিও পরিকল্পনাটি নতুন নয়। হাথি কমিটি রিপোর্ট পেশ করার পর ১৯৭৫ সাল থেকে একের পর এক সরকার ওষুধ শিল্পকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। বিশেষত মুখ্য জায়গায়, অর্থাৎ, ডাক্তার ও সার্জেন দ্বারা প্রেসক্রিশন লেখার চালু পদ্ধতিতে বদল আনতে চাইলেও তা বিশেষ সাফল্য পায়নি। অন্যদিকে পরবর্তীকালে ওষুধের দাম, বিশেষত পেটেন্টপ্রাপ্ত এবং 'নিউ জেনারেশন ড্রাগ'-এর দাম আকাশচুম্বি হয়েছে। ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার (ডিপিসিও, ১৯৯৫ এবং ২০১৩), ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিকাল প্রাইসিং অথরিটি (১৯৯৭) দ্বারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ এবং 'পোস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্সেস' (পিএমই) বহাল থাকলেও পরিস্থিতির বদল হয়নি। ডাক্তারদের দিয়ে জেনেরিক ওষুধের নাম লেখানোর প্রচেষ্টাও সফল হয়েছে অতি নগণ্য ক্ষেত্রে। ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং ডাক্তাররা এই ব্যাপারে অনড় অবস্থান নিয়ে রেখেছেন।

ওষুধ সংস্থগুলি প্রথম সারির প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার ডাক্তারদের পিছনে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা তথা প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এমতাবস্থায় দরকার এমন এক আইনের, যাতে ডাক্তাররা ওষুধের ব্রান্ডে নামের পরিবর্তে জেনেরিক নাম লিখতে বাধ্য হন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসক সমাজকে ২০১৬ সালের মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। যেখানে ডাক্তারদের ওষুধের জেনেরিক নাম লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রান্ডেড ওষুধের 'বায়ো-ইক্যুইভ্যালেন্ট, বা প্রকৃতিগত ও গুণগতভাবে সমমানের বস্তু হল জেনেরিক মেডিসিন। তবে এমসিআই নির্দেশিকায় নতুন কিছু নেই। বিষয়টি নিয়ে বহু বছর ধরে বিতর্ক চলছে। বহুবার সেটি চলে গিয়েছে ঠাণ্ডা ঘরে। যদি এই প্রসঙ্গে আইন হয়, তাহলেও অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম। এতে কেবল দুর্নীতি বাড়বে। সবচেয়ে নিচের তথা গুরুত্বপূর্ণ স্তর, অনিয়ন্ত্রিত কেমিস্টদের মধ্যে। তাঁরা সেই ওষুধই বেচবেন, যা থেকে তাঁদের সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ হবে। তাহলে এঁরাই কি আদতে জেনেরিক ওষুধের মান ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করবেন না?। ড্রাগ ইন্সপেক্টর এবং টেস্ট ল্যাবগুলির কাজ বাড়বে বহুগুনে। সেইসূত্রে অসৎ ইন্সপেক্টর এবং টেস্ট ল্যাবের রমরমা বৃদ্ধি পাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু ড্রাগ প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা ভারতে সফল হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ, এদেশ বাণিজ্যিক দুর্নীতির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। অবশ্যই উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে। মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) নিয়মিতভাবে ভারতীয় জেনেরিক ওষুধ রফতানিকারদের উপর নজরদারি চালায়। আচমকা হানা দেয়। এমনকী অতি নামি সংস্থার ক্ষেত্রেও ছাড় দেয় না। এছাড়াও তারা স্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পকেও ছাড় দেয় না। এই অবস্থায় এখানে প্রস্তাবিত 'ইউনিফর্ম কোড ফর ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটিং প্র্যাকটিসেস' (ইউসিপিএমপি) আপাতদৃষ্টিতে কাগজেকলমে নিখুঁত মনে হলেও আদতে খুব একটা কাজের হবে বলে মনে হয় না। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাকে ভাল মনে হতেপারে। কারণ, আইন কার্যকর করার জন্য তাদের আছে অতি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ। বিশেষত বিষয়টি যখন হয় মানবজীবন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। যা ভারতের ক্ষেত্রে বিপরীত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ শতাংশ জেনেরিক ওষুধ বিক্রি হয়। রোগী ও হাসপাতাগুলির এর ফলে প্রতি বছর বহু বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হয়। এফডিএ আগেই দেখে নেয়, জেনেরিক ওষুধ যেন হয় বিশ্বাসযোগ্য। ব্রান্ডেড ওষুধের প্রতিতুলনায়। সেইসঙ্গে তাকে হতে হয় দামে সস্তা। এখানে বলে রাখা ভাল, কোনও মার্কিন নাগরিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপস করেন না। অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা করেন না। সেখানে এফডিএ কোনও জেনেরিক ওষুধকে তখনই ছাড়পত্র দেয়, যখন তারা নিশ্চিত হয়, সেটি ব্রান্ডেড ওষুধের সমমানের। সবদিক থেকে। যে কারণে ভারত সরকারকে রাজ্য সরকারগুলিকে সঙ্গে নিয়ে দেশের ওষুধ শিল্পের চালু অবস্থায় বদল ঘটাতে কঠিন এক লড়াইয়ে নামতে হবে। ঔষধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং তার নিয়ন্ত্রণী পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। এই আইন তথা ইউপিসিএমপিকে কার্যকর করার স্বার্থে।

হাথি কমিটির রিপোর্ট আসার আগে সরকার এই প্রসঙ্গে বিশেষ সাফল্য পায়নি। যদিও সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি বিদেশি ওষুধ সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে জোরদার পদক্ষেপ করেছিলেন। ওই কমিটি ওষুধ তৈরিতে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার প্রস্তাব দিয়েছিল। যাতে সহজে দরকারি ওষুধ মেলে। অনেকেই বলতে পারেন, এই ব্যাপারে দেশ অনেকটাই এগিয়েছে। এমনকী জেনেরিক ওষুধ রফতানিতে দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিগত তিন দশকে এমন শিল্পের দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও কাঙ্খিত লক্ষ্য থেকে তা এখনও অনেক দূরে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকারের নিজস্ব ওষুধ নির্মাতা বেশকিছু সংস্থা প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রশাসনিক সাহায্যের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় অতীতের যথাযথ পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাবিত সম্ভাব্য ব্যর্থতা রুখতে এই সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই ক্ষেত্রে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে সরকারকে ভেবেচিন্তে পা ফেলতে হবে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

সম্পাদক সমীপেষু

স্বাধীনতা সংগ্রামের মেদিনীপুর জেলার মহিলারাও পথ দেখিয়েছিলেন

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের শুক্রবারের প্রভাতে যখন স্বাধীনতা পাবার আনন্দে সমগ্র ভারতবাসী একত্রিত হয়ে দেশের জয়গানে নিজেদের শামিল করেছে, সেই আনন্দে সেই ভারতের প্রতিটি মহিলাও শঙ্খধ্বনি দিয়ে ভারতমাতাকে বরণ করে নিয়েছিল। আর স্বাধীনতা আনার পিছনে কেবলমাত্র পুরুষদের ভূমিকা ছিল না। এই রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার জন্য বাড়ির মহিলাও হেঁসেল ছেড়ে। রান্নার খুন্তি ছেড়ে। হাতে বন্দুক নিয়েছিল। কারণ তাঁদের চোখেও স্বপ্ন ছিল, আমাদের এই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা এনে দিতে হবে। পরাধীনতার অন্ধকার মোচন করে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার রাজপালঙ্কে বসাতে হবে। তাই কোনও রকম ভয়কে ভয় না করে এগিয়ে আসতে হবে। তারজন্য হয়তো আমাদের জীবনটাকে বিসর্জন দিতে হবে। তাও আমরা দিতে রাজি আছি। তবুও আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ও ভারতমাতাকে পূর্ণ মর্যাদা দিতেই হবে। এমন পণ করে সেদিন মেদিনীপুর জেলার মহিলারা রণাঙ্গনে নেমে পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ৭২ বছরের গান্ধি বুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা। তাঁর অবদানের কথা আমরা জানি। এছাড়াও এগিয়ে এসেছিলেন শশীবালা দানী। যিনি এই মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে কেশপুর থানা আক্রমণে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৪২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এই কেশপুর থানার কাছেই পুলিশের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ বছর শশীবালাদেবীর ৭৫ তম প্রয়াণ দিবস। রানীচন্দ্র ১৯১১ সালে এই মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় পাত্রী ছিলেন এবং নন্দলাল বসুর প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। তিনিও ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য পথে নেমেছিলেন। এমন একজন মহিয়সী নারীকে বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম পুরস্কার দিয়ে ভূষিত করেছিল। আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভুবনমোহিনী পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানিয়েছিল। চারুবালা দেবী ১৮৮৩ সালে মেদিনীপুরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষুদিরাম বসু যখন তাঁর দিদির কাছে থাকতেন। তখন তিনি ক্ষুদিরাম বসুকে রক্ততিলক পরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে একটি মহিলা সমিতি গঠন করেছিলেন। ১৯৩০ সালে লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলনেও তিনি ছিলেন। এবং এই আন্দোলনের কারণে কারাবাসও করতে হয়। বাংলার প্রথম মহিলা হিসাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। রানি শিরোমনি ইনি কর্ণগড়ের রানি ছিলেন এই মেদিনীপুরের মেয়ে ছিলেন।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১ ৩

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১ ৩

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়